গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

বিষয়ঃ নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া** মাননীয় উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
সভার তারিখ ও সময়	:	১৭/১২/২০২৪ খ্রি. বেলা ২:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭)
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি মহোদয়ের সদয় অনুমতিক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি সভাকক্ষে উপস্থিত এবং ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে সভায় স্বাগত জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে **'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'** মূলত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল লরিয়েট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস মহোদয়ের ধারণা (ভিশন) থেকে উৎসারিত। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উদ্দীপক ঘোষণা থেকেই এ উৎসবের প্রতিপাদ্য **"এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই"**- নির্ধারণ করা হয়। আর এ উৎসবকে বাস্তবে রূপ দিতে যথাযথ দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, যিনি 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সারাদেশ-ব্যাপী এবং বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে যথাযোগ্য আনন্দঘন পরিবেশে এ উৎসবটি উদযাপিত হবে। এ উৎসব উদযাপনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে লীড মিনিস্ট্রি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এ উৎসবটি সর্বাত্মক সফল করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উৎসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তারুণ্যের উৎসবের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ ঘটানো, সহযোগিতার নীতি প্রচার ও তাদেরকে উদ্যোক্তা কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল)-এর প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট সৃষ্টিশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব পালিত হবে। নতুন আঙ্গিকের এই বিপিএল-এর লক্ষ্য দেশের তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, ক্রিকেটের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এর মাধ্যমে গ্রাম, শহর, পুরো জাতি, সুবিধাপ্রাপ্ত-সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণির তরুণ-যুবদের মাঝে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচার করা হবে এবং তরুণদের যে সুপ্ত ও অজানা সম্ভাবনা আছে, সে সম্পর্কে সচেতন করতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে এই উৎসব। সমাজের সকলের অংশগ্রহণে সকল সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত উদ্যোগে স্বল্প ব্যয়ে এই উৎসবটি পালন করতে হবে মর্মে তিনি জানান।

অতঃপর তিনি এই 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ১ম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তারুণ্যের উৎসব উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/ক্রীড়া সংস্থা তাদের সংশ্লিষ্ট কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে সে বিষয়গুলি উপস্থাপন করেন। সারা দেশব্যাপী এ উৎসব উদযাপনের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটির কাঠামো সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। তিনি এ উৎসব উদযাপনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায় এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবিত বাজেটসহ 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'-এর কমিউনিক্যাশন্স ম্যাটেরিয়ালস অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন।

উপস্থাপনা শেষে সচিব সভায় সরাসরি/ভার্চুয়ালি উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণের নিকট নতুন করে আরও কোন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার জন্য আহ্বান জানান। এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মতামত, পরামর্শ বা সুপারিশ থাকলে তাও জানাতে অনুরোধ করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো: মোখলেস উর রহমান বলেন যে, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পর হতে আহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে যে ট্রমা ও মানসিক-শারীরিক অবস্থা বিরাজ করছে তা থেকে তাদেরকে বের করে আনতে এ ধরণের উৎসব উদযাপনের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। তিনি সকল মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসন মিলে এ উৎসব সফলভাবে পালনের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ, এনডিসি বলেন, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে তারুণ্যের উৎসব পালন করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব মো: মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হবে যাতে স্থানীয় পর্যায়ে এ উৎসব পালনে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বলেন, তাঁর বিভাগের অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উৎসব পালন করা হবে। কারিগরি বিষয়ক স্কিল কম্পিটিশনের আয়োজন করা হবে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের নামে একটি টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান একটি কর্মপরিকল্পনা করে পাঠাবেন বলে সভাকে জানান। শিল্প মালিকদের উদ্বুদ্ধ করে উৎসবটি উদযাপনে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি একটি কাউন্টডাউন ইভেন্ট করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার প্রস্তাব করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান সভাকে জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশের ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, এসএমএস-এর জন্য একের অধিক শ্লোগান প্রদান করলে সেগুলো মোবাইলের মাধ্যমে প্রচার করা হবে। টেলিটকের মাধ্যমে একটি এক মাসের মোবাইল ড্যাটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। সভায় মাননীয় উপদেষ্টার পাবলিক রিলেশন্স অফিসার এ প্যাকেজটি এক মাসের জন্য সীমাবদ্ধ না করে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ ৫১দিনের জন্য করার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সচিব পরবর্তীতে জানাবেন বলে সভাকে জানান। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ মহিউদ্দিন একটি সমন্বিত ভিডিও প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, পূর্বের প্রণীত কর্মসূচির পাশাপাশি স্বাস্থ্য-সম্মত গণশৌচাগার, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা পরিষদের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হবে এবং জুলাই-৩৬ এর উপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী বলেন, তিনটি পার্বত্য জেলায় ২৯শে জানুয়ারি হতে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত পার্বত্য মেলা ও তারুণ্যের উৎসবে তরুণদের পুরস্কৃত করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান বলেন, ঢাকা মহানগরীর আশেপাশের খালসমূহ Blue Network-এর অধীনে এনে পরিষ্কার করা হবে। ৬৪টি জেলায় ৬৪টি খালের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব অনলাইনে সভায় অংশগ্রহণ করে বলেন, তারুণ্যের উৎসবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি ৩৯টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। তিনি উপজেলা/জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের কমিটিতে রাখার প্রস্তাব করেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব জনাব মো: মোখলেছুর রহমান, এনডিসি বলেন, অধীনস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহের প্রশিক্ষণে তারুণ্যের উৎসবের বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমেও এ উৎসব পালন করা হবে।

সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব তাঁদের বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন করা হবে বলে সভাকে জানান। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব তাঁর মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং বিপিএল-এ স্টেডিয়ামের স্ক্রিনে পরিবেশ

দূষণের উপর টিভিসি প্রচার করার প্রস্তাব করেন। একই সাথে তিনি জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের কমিটিতে পরিবেশের প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জানান, পূর্বে ঘোষিত কর্মসূচির পাশাপাশি আহতদের নিয়ে প্রতিবাদ মঞ্চ করা হবে এবং বাংলার ভোজ নামে রাজধানীর বনানী মাঠে একটি ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব তারুণ্যের উৎসবের উপর টেলিভিশনে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-২ জনাব সজীব এম খায়রুল ইসলাম সভায় জানান যে, তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চল, হাওর অঞ্চল-সহ দেশের বিভিন্ন জেলায়, উপজেলায় বিভিন্ন ধরণের খেলার আয়োজন করা হবে। সে খেলাগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এছাড়া, যেসকল তরুণ উদ্যোগী দেশের জন্য সাফল্য বয়ে এনেছেন তাদেরকে টিভি, রেডিও-তে ফিচার করা হলে তরুণরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি টেলিভিশন চ্যানেলগুলিও এর সুফল পাবে বলে তিনি জানান। তিনি বিপিএল চলাকালীন আমাদের দেশের বিখ্যাত ক্রিকেটার, ফুটবলারসহ বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জীবনীভিত্তিক ফিচার প্রচার করার প্রস্তাব করেন। এর ফলে আমাদের দেশের অনেক উদীয়মান খেলোয়াড় উদ্বুদ্ধ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে তৈরিকৃত ওয়েবসাইটটি সভায় স্ক্রিনে প্রদর্শন করেন। এই উৎসবের মাধ্যমে মূলত তরুণদের শক্তি, খেলাধুলার শক্তি এবং বিপিএল-এর টুর্নামেন্ট হিসাবে শক্তি এই বিষয়গুলি জানানো হবে। এখানে তিনি তৈরিকৃত ওয়েবসাইটের চারটি কি-পয়েন্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেনঃ (১) যত খেলা হবে সবই বর্জ্যশুন্য, (২) তরুণদের জন্য আরও কত রকমের ক্রীড়া কার্যক্রম করা যায়, (৩) ফ্যানজোনে সাংস্কৃতিক উৎসব, (৪) স্থানীয় শিল্প প্রদর্শনী। প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-২ আরও বলেন, তারুণ্যের শক্তিকে এবং বিপিএল-এর শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। তিনি কাউন্টডাউন ইভেন্টের একটি ব্যানার প্রস্তুত করার জন্য মত দেন। বিসিবি'র প্রতিনিধি বলেন, এ বছর ই-টিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাগজের টিকেট অল্প থাকবে। সেখানে তারুণ্যের উৎসবের শ্লোগান প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনে অন্যদের কোন টেকনিক্যাল সহযোগিতার প্রয়োজন হলে বিসিবি তা প্রদান করতে প্রস্তুত আছে। স্টেডিয়ামে একটি ব্লক-৩৬ কর্ণার করা হবে।

যুব ও ক্রীড়া সচিব তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে টকশো আয়োজনের ক্ষেত্রে তরুণদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি নির্ধারণ করে তাঁদের টকশো-তে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে স্লট নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। টকশো-তে প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করতে পারে মর্মে তিনি জানান। পরিশেষে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় উপদেষ্টার পাবলিক রিলেশন্স অফিসার জনাব মো. মাহফুজুল আলম ভূঁইয়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলায় জেলায় প্রধান পয়েন্টে এলইডি স্ক্রিনে কাউন্টডাউন লোগোসহ তারুণ্যের উৎসবের বিভিন্ন কনটেন্ট প্রচার করার জন্য প্রস্তাব করেন। সকল টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রিনে কাউন্টডাউন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এটা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের সিএসআর-এর আওতায় করতে পারে বলে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও এফএম রেডিওতে ২০ সেকেন্ডের আরডিসি এবং টেলিভিশনে ৩০ সেকেন্ডের টিভিসি প্রচারের ব্যবস্থা করা যায় বলে তিনি মতামত দেন।

সভায় বাফুফে প্রতিনিধি জানান, খাসিয়া ও চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ৪ জানুয়ারি একটি ফুটবল ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে। কক্সবাজারে বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। স্থানীয় পর্যায়ে ঝিনাইদহ, পঞ্চগড়, খুলনা ও রাঙামাটিতে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। এছাড়া যমুনার চরে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হবে। প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-২ এ খেলাগুলো ১৯শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করার জন্য পরামর্শ দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৮০টি মিশনে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশী তরুণদের অংশগ্রহণে এবং শিশুদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক কোরের মেম্বারদের নিয়ে প্রদর্শনী ও কর্মশালার আয়োজন করা হবে। প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-২ বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী মিশনগুলোর সহায়তায় বিশেষ করে ইউরোপ কিংবা কাতার থেকে ফুটবলার আনা যায় কি-না সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কাবাডি ফেডারেশনের প্রতিনিধি জানান, ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ছেলেমেয়ের অংশগ্রহণে ১০৫টি খেলার আয়োজন করা হবে। তিনি এ খেলাগুলো বিশেষ করে ফাইনাল টুর্নামেন্টটি বিটিভি-তে প্রচার করার অনুরোধ জানান।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে প্রতিভা অন্বেষণ করা, এসএমএস-এর মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসবের তারিখ প্রচার করা, ব্রেস্ট ক্যান্সারের বিষয়ে প্রচার করা, সিনেমা হলের মাধ্যমে প্রচার করা, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তরুণদের পর্যটনে উৎসাহিত করা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Reverser Brain Drain ক্যাম্পেইন করা এবং সর্বোপরি উপজেলা পর্যায়ে বাজেট বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি, সরকারি সকল ওয়েবসাইটে যাতে youth.cao.gov.bd প্রদর্শিত হয় সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এটুআই-এর মাধ্যমে বিষয়টি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান হয়।

পরিশেষে সভার সভাপতি বলেন যে, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ৩০,০০০ আহত এবং হাজারের অধিক নিহতদের পরিবার মানসিক বিপর্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। বিটিভি ও অন্যান্য টিভির স্ক্রলে প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, এ উৎসবের প্রচার-প্রচারণাটাই গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল-কলেজে তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। তিনি উপজেলা পর্যায়ে বাজেট বাড়িয়ে ৫০ হাজারের পরিবর্তে ৮০ হাজার করার পরামর্শ দেন। এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয় বিধায় সকলের নিজস্ব সক্ষমতা ব্যবহার করে সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন। সভায় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	**তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'** উদযাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/ক্রীড়া সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম ও বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা আগামী ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। সে মোতাবেক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা/ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ
২।	তারুণ্যের উৎসব পালনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩।	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারুণ্যের উৎসব যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪।	টেলিটকের ৫১দিনের বিশেষ ড্যাটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে এবং স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করা হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৫।	তিনটি পার্বত্য জেলায় ২৯শে জানুয়ারি হতে ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্বত্য মেলা ও তারুণ্যের উৎসব আয়োজনপূর্বক তরুণদের পুরস্কৃত করা হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬।	শিল্প মালিকদেরকে সাথে নিয়ে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭।	ঢাকা মহানগরীর আশেপাশের খালসমূহ Blue Network-এর অধীনে এনে পরিষ্কার করবে এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি খালের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮।	বিপিএল খেলার সময় স্টেডিয়ামের স্ক্রিনে পরিবেশ দূষণের উপর টিভিসি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)
৯।	স্বাস্থ্য-সম্মত গণশৌচাগার, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা পরিষদের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং জুলাই-৩৬ এর উপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহের প্রশিক্ষণে তারুণ্যের উৎসবের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করা হবে।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১১।	তারুণ্যের উৎসবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি/বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১২।	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে আহতদের মানসিক ট্রমা নিরসনে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১৩।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন করা হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৪।	আহতদের নিয়ে প্রতিবাদ মঞ্চ করা হবে এবং বাংলার ভোজ নামে রাজধানীর বনানী মাঠে একটি ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫।	বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসবের উপর বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। বিভিন্ন জেলায়, উপজেলায় বিভিন্ন ধরণের খেলাগুলো	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

	বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সফল তরুণদের নিয়ে টিভি, রেডিও-তে ফিচার করতে হবে এবং বিপিএল চলাকালীন আমাদের দেশের বিখ্যাত ক্রিকেটার, ফুটবলারসহ বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জীবনীভিত্তিক ফিচার প্রচার করা হবে।	
১৬।	প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের জনসংযোগ কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের তারুণ্যের উৎসব উদযাপনের তথ্য সংগ্রহ ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের youth.cao.gov.bd ওয়েবসাইটে আপলোডের সাথে সংযুক্ত থাকবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১৭।	প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের youth.cao.gov.bd ওয়েবসাইটকে সরকারি সকল ওয়েব পোর্টালের সাথে hyperlink করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এটুআই/আইসিটি বিভাগ
১৮।	তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে একটি কাউন্টডাউন ইভেন্ট করা হবে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রধান প্রধান পয়েন্টে এলইডি স্ক্রিনে কাউন্টডাউন লোগোসহ প্রচার করতে হবে। কাউন্টডাউন ইভেন্টের একটি ব্যানার প্রস্তুত করতে হবে। সকল টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রিনে কাউন্টডাউন প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও এফএম রেডিওতে ২০ সেকেন্ডের আরডিসি এবং টেলিভিশনে ৩০ সেকেন্ডের টিভিসি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সকল বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
১৯।	বিপিএল চলাকালীন স্টেডিয়ামে একটি ব্লক-৩৬ কর্ণার স্থাপন করবে।	বিসিবি
২০।	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৮০টি মিশনে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী মিশনগুলোর সহায়তায় বিশেষ করে ইউরোপ কিংবা কাতার থেকে ফুটবলার আনা যায় কি-না সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়াও Reverser Brain Drain ক্যাম্পেইন করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২১।	বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে প্রতিভা অন্বেষণ করা, এসএমএস-এর মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসবের তারিখ প্রচার করা, ব্রেস্ট ক্যান্সারের বিষয়ে প্রচার করা, সিনেমা হলের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
২২।	স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগীয় পর্যায়ে ১.৫০ লক্ষ, 'ক' শ্রেণির জেলার জন্য ১.২০ লক্ষ, 'খ' শ্রেণির জেলার জন্য ১.০ লক্ষ, 'গ' শ্রেণির জেলার জন্য ৯০ হাজার, উপজেলা পর্যায়ে ৮০ হাজার, জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য ৫০ হাজার এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব যতদ্রুত সম্ভব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে এ অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং ব্যয়ের বিল-ভাউচারসহ প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ
২৩।	সভায় উপস্থাপিত 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'-এর কমিউনিক্যাশন্স ম্যাটেরিয়ালস অনুমোদন করা হলো।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি।

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৭০.২৩.০০১.২৪-২১৩

তারিখ: ০৪ পৌষ ১৪৩১ / ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), ঢাকা।
০৭। সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
০৮। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-২, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
২৭। প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, আইসিটি ডিভিশন, ঢাকা।
২৮। সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড/বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন/বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/ময়মনসিংহ/বরিশাল/রংপুর/খুলনা/রাজশাহী
০২। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৫। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৬। জনসংযোগ কর্মকর্তা, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
০৭। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

১৯/১২/২০২৪
মো: জিল্লুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৪৪২৮
ই-মেইল: zillur27@gmail.com